ঘাসের ঘটনা

আবিদ আজাদ

ঐতিহ্য

দাদার স্মৃতির উদ্দেশে

কবিতাসূচি

আজো তুমি ৯
জন্মস্বর ১০
বীজমন্ত্র ১১
এক কিশোর ১২
ভাটিয়ালি গানের নায়িকা ১৩
নিদাঘে ১৪
গতপ্রেমিকা ১৫
তোমার জন্যে বহুকষ্টে ১৬
শৈশবস্মৃতি ১৭
বোকার ভূমিকা ১৮
ভবিষ্যৎ বাড়ি ১৯
ভয় ২১
ফেরাও অথবা ভেঙে ফেলো ২২
এক পঙ্ক্তি দুজনের গল্প ২৩
লাটিম ২৫
প্রতিশ্রুতি ২৬
একজন ২৭
দৃষ্টি ২৮
হানাবাড়ির গান ২৯
এক বুধবার ৩১
জুঁই ফুল নিয়ে একটি কবিতা ৩২
ছুড়ে দিই হারানো ইস্কুল ৩৩
মেঘদের কামসূত্র ৩৪
৩৫ তোমার বাড়ি
৩৬ মোমকন্যা
৩৭ এলিজি: আবুল হাসানের স্মৃতির উদ্দেশে
৩৯ শিশুটি শিখুক
৪০ পরকীয়া
৪১ প্রেম
৪২ একটি সকাল
৪৩ শব্দ ভুল হলে
৪৪ কুহক
৪৭ চুমু
৪৮ বালক
৪৯ বাবার কাছে
৫০ মাকে বলা
৫১ বাউল
৫২ শুকনো হাওয়ায়
৫৭ অবেলা
৫৮ প্রত্যক্ষ
৫৯ জন্মমৃত্যু
৬০ প্রাকৃতিক
৬১ বিদ্রুপ
৬২ যাত্রা
৬৩ আর্তি

আজো তুমি

বুক থেকে অবিস্মরণীয় মৌনতার লতাতন্তু ঝরাতে ঝরাতে চলে
গেছ তুমি ।
আমি পড়ে আছি অপাঙ্গে বিদীর্ণ হতশ্রী বাড়ির মতো একা
আকণ্ঠবিরহী এই একা আমি
শুভ্র নির্জনতাধৌত পথের রেখার পাশে পড়ে আছি অনুজ্জ্বল
আরেকটি ম্লান রেখা শুধু ।
তোমার পায়ের রূপ বুকে নিয়ে এই আমি দিকচিহ্নলুপ্ত প্রাণের
মলিন জীর্ণ পরিধানটুকু নিয়ে রয়ে গেছি ।
তোমার জীবন আজ চারিদিকে বস্তুর জীবনে, তোমার হৃদয় আজ
আকরিক লোহায়, দস্তায়, টিনে ।
আজো তুমি প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের চেয়ে আরো বেশি গভীর প্রকট
চাহিদার মতো লেগে আছ ।
তুমি চলে গেছ যতদূর ভালবাসা যায় তার চেয়ে বেশি ভালবেসে
ভালবাসিবার সুযোগ না দিয়ে চলে গেছ ।
তোমার যাওয়ার স্মৃতি ছাড়া আমার পশ্চিমে-পূর্বে, উত্তরে-দক্ষিণে
আর কোনো দিক নেই
আর কোনো মাঠ নেই, আলো নেই, হাওয়া নেই, খোলামেলা চাওয়া-পাওয়া নেই ।
তুমি চলে গিয়ে আজো আক্রমণ করো, আজো তুমি প্রয়োজন
সৃষ্টি করে চলো... ।

জন্মস্বর

স্বপ্নের ভিতরে আমার জন্ম হয়েছিল

সেই প্রথম আমি যখন আসি
পথের পাশের জিগা-গাছের ডালে তখন চড়চড় করে উঠছিল রোদ
কচুর পাতার কোষের মধ্যে খণ্ড-খণ্ড রুপালি আগুন
ঘাসে-ঘাসে নিঃশব্দ চাকচিক্য-ঝরানো গুচ্ছ-গুচ্ছ পিচ্ছিল আলজিভ
এইভাবে আমার রক্তপ্রহর শুরু হয়েছিল
সবাই উঁকি দিয়েছিল আমাকে দেখার জন্য
সেই আমার প্রথম আসার দিন

হিংস্রতা ছিল শুধু মানুষের হাতে,
ছিল শীত, ঠান্ডা পানি, বাঁশের ধারালো চিলতা, শুকনো খড়
আর অনন্ত মেঝে ফুঁড়ে গোঙানি—
আমার মা

স্বপ্নের ভিতর সেই প্রথম আমি মানুষের হাত ধরতে গিয়ে
স্তব্ধতার অর্থ জেনে ফেলেছিলাম,
মানুষকে আমার প্রান্তরের মতো মনে হয়েছিল—
যে রাহুভুক ।

অন্যমনস্কভাবে আমার এই পুনর্জন্ম দেখেছিল
তিনজন বিষণ্ন অর্জুন গাছ ।
সেই থেকে আমার ভিতরে আজো আমি স্বপ্ন হয়ে আছি—

মা, স্বপ্নের ভিতর থেকে আমি জন্ম নেব কবে?

বীজমন্ত্র

লুকিয়ে আর উঁকি দিসনে, ভিতরে যা...

এমন নিস্পলক তুই দাঁড়িয়ে আছিস তোর ভয় করে না? বাঘের মতো হা করা সব দৃশ্য তোকে দেখছে। এবার তুই হৃদয় বন্ধ করে দে, মন বন্ধ করে দে। পিছনে ডাইনিদরোজা কখন বন্ধ হয়ে যাবে, তোর ছোট্ট মন বাইরে পড়ে থাকবে, তুই কষ্ট পাবি।

বাইরে হাওয়ার ধার কাঁকরের পুরনো কুচি রঙবেরঙের লোভী মাংসাশী ফুল, সুরম্য ছদ্মবেশের ভিতরে সব ছদ্মমানুষ! তোকে দেখে দেখে রৌদ্র দাঁত ঘষছে ভোরের ডালে, তোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধূর্ত দোয়েলের মুখ থেকে ঝরছে বিষাক্ত শিশিরের লালা। এখানে দুঃখে দুঃখে তোর নতুন পদতলদুটি কষ্ট পাবে, কেবল স্মৃতি জমবে– তোরও ভাগ্যে শুধু পথ লেখা।

এই পথ তোর কেউ নয়। মা তোর সরে যেতে যেতে হেলে পড়া রেলিঙের আকাশ, বাবা তোর মেঝেয় গড়িয়ে যাওয়া তরতরে জল ! কেউ মনে রাখবে না তোকে। তোর ভিতর দিয়ে গলগল করে বয়ে যাচ্ছে পালিয়ে যাওয়ার ধূসর বুনোরাস্তা... ।

পালিয়ে যা। চোখ-মুখ সব বন্ধ করে দৌড়ে পালা ; ভোঁ ভোঁ একলা মাঠ পেরোনোর মতো, ঝুপ্‌সি অন্ধকার পেরোনোর মতো ছুট, ছুটে যা। তোর বুক শামুকের কৌটো, খট্‌খট্‌ শব্দে ভিতরে বাজবে হৃদয়, তোর মনে জং পড়বে...

ভিতরে যা, লুকিয়ে আর উঁকি দিসনে, ভিতরে যা... যা...

এক কিশোর

এক কিশোর আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল
ছোটখাট জলডাকাতি, নিশ্চুপতা ছোঁয়া
ভেলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সাঁতার নিয়ে ভাসা
ভুলতে পারা সহজে আর সুদুর্লভ সবই
পাওয়ার তরে স্বপ্নদেখা, বিষণ্নতা লোভী
এক কিশোর আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল ।

বাগানে কারা বেড়াতে আসে, সম্ভ্রান্ত ফল
পাতায় অনাবরণ শাদা হাতের করতল
ফিরিয়ে দিলে কী করে মুখ ফেরাতে হবে হেসে
একমুষ্টি ধুলোর দয়া বুকের নিচে নীল
এক কিশোর আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিল ।

সঙ্গদোষ, সঙ্গদোষ সারাটি দিন শেষে
বাড়ির কাছে এসেই পথে হাতটি ছেড়ে
সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার অন্তঃপুরে ঘুরে
দাঁড়িয়ে সেই বিজলি-ছলাৎ দ্বন্দ্বহীন দূরে
এক কিশোর আমাকে সব চিনিয়ে দিয়েছিল ।

ভাটিয়ালি গানের নায়িকা

আন্ধারের শাড়িটি পরো, দেউড়িভাঙা বাড়ি
তাহলে আর তোমাকে দেখবে না
পাশব কালো জলের মতো বেপারিদের ভিড়
টাকায় যারা তোমাকে আজ বর্গা নিতে চায়।

বেগানা পাখি কত যে মন্তব্য জানতো সে
চোখের ধার লাঙলে যার গিয়েছ ফিরে-ফিরে—
তোমার নামে গাছের ছায়া পুষত দিঘি ঘিরে
বেকার সেই শহরে গেল কাজের সন্ধানে।

তোমার দেহ হাওর, আর মন
অর্চনার ডালটি, স্মরণীয়া :
ফেরে না ও যে নৌকা বিবাগীয়া—
কে যেন এল দোচালা ছায়া পড়ে।

জ্যোৎস্নারাতে কলার পাতা ছিঁড়ছে যন্ত্রণা
হৃদয়কালা তোমাকে আর না দেয় যেন মরার মন্ত্রণা।

মেহেদি গাছে পিঁপড়েগুলি তোমাকে দেখে ঝরে
হারানো চর জাগিবে কবে, তারিখ বুঝি এল
ধানের জমি তুলে না মাথা, নিরাক নামে ঘরে...

আন্ধারের শাড়িটি তুমি এখনি পরে ফেলো।

নিদাঘে

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
মরিচ গাছের পাতায়
দুটি লাল ডেয়ো পিঁপড়ের ভাস্কর্য ।

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
অলস মিথুন-মূর্তি
নির্লিপ্তির নিখুঁত পারম্পর্য ।

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
অবশেষে ঝরে যায় ।

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
বাড়িটার ক্ষীণ কোমরে ঐ
মাথা গুঁজে থাকা ছায়ার শাখায়
এলেবেলে দুটি তালচড়ুই ।

চোখের ছিলায় দিন ছলকায়
বেলা যায় বেলা যায়... ।

গতপ্রেমিকা

বিষণ্ণতায় ধোয়া মোছা দিন, চিবুক নোয়ানো ঝোরা
ঝরছে হাওয়ায় শজিনার বনে পল্লব-পলিথিন
আমার স্মারক নীলিমাপ্লুত ফণিমনসার চূড়া—
অবসর ওগো অবসর ওগো বিপুল সুদূর দিন।

ছায়া-ফোটা আঁখি, মনোরম ছিঁড়ে চলে যায় বিব্রত
তুমি দেখলে না তুমি দেখলে না নিরিবিলি উন্মুখ,
নির্মীয়মাণ শিশিরে জড়ানো অসুখী পাতার মতো
বাতাসে উল্টে চেয়েছিল তার অর্ধশায়িত মুখ—

ইশারা নামানো অযুত প্রহর, নায়িকার নিরবধি
কথক আকাশ প্রগলভতায় চোখে-চোখে গেছে থামি—
শুধাই এখন তোমার বিরতি খোঁপা হয়ে ওঠে যদি
বহুদিন তুমি ভুলে গেছ যাকে সে কি আমি? সে কি আমি?

তোমার জন্যে বহুকষ্টে

তোমার জন্যে বহুকষ্টে ফুটেছি লাল টবে
ও ফুল তুমি তুলতে আসবে কবে?
বাতাসে মুখ তুলে কাঁপি রোজ সাময়িক ডালে—
আমার কাঁটা স্বপ্ন দেখে সুন্দর দস্তানাপরা
তোমার দুটি আসন্ন হাত প্রিয়
স্বপ্ন দেখে কীটদষ্ট অযত্ন ডালটিও ।

নতুন ভাগ্য লিখে দিয়ো গাছপালাদের একাকী কপালে
দাঁড়িয়ে তুমি তুলবে যখন আমায়
তোমার ভুলোমনের ঝুঁটি ধরে
ঢুকব আমি অসম্ভবের জামায় ।

তোমার জন্যে বহুকষ্টে ফুটেছি লাল টবে
ও ফুল তুমি তুলতে আসবে কবে?

শৈশবস্মৃতি

শুকনো জলপটির মতো পাতা ঝরে-ঝরে ভিজে আছে :
চোখের ওপরে নামে আঙুলের শীতল ঝালর—
কুয়াশার ভিতরে হলুদ রোগ, কুৎসিত গাছ
একটি কাকের সাথে কথা বলা—কাক কি দোভাষী?

জ্বরতপ্ত সারা বাড়ি, মনমরা ঘুমের জঙ্গল—
উঠানে কি বৃষ্টি এল? সাইকেলের চেইন ঘোরে, শুনি—
আঙুলের ঝালর গিয়েছে সরে। দুপুর কি পড়ে
এল ডালিমের ডালে? ফুলের চমক ভাসে লাল—

পাখিটি সূর্যাস্তটাকে ঠুকরে রক্তাক্ত করে দিয়ে
পাশে বসে আছে। অবসাদ থেকে নিংড়ে আমাকে কি
নিয়ে যাবে মাঠে? দুর্বল উঠানে নেমে দাঁড়ালেই
মনে হতো আকাশ দোদুল্যমান-পিঁপড়ের পাহাড়ঃ

জ্বরের ঘোরের মাঝে টের পাই হারিকেন জ্বলে,
পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে রাখে রুগ্ণতার হাত—
তৃণাতুর দৃষ্টি মেলে কাকে দেখি স্থির, অপলক?
জলপটি ছুড়ে দিলে আমার কাকটি উড়ে যেত ডানার অদ্ভুত দূরাভাসে।

বোকার ভূমিকা

ব্যর্থপ্রাণ উল্লুকেরে জাগালে অনর্থক
জাগার আগে দুচোখ তার গিয়েছে ঘুমে জড়িয়ে
অভিনবীণা তোমার নামে এমন আহাম্মক
শাড়ির খুঁট ছেড়ে দিয়ে সে নিজেকে দিল ছড়িয়ে—

আকাশে ভোর উঠেছে দেখে একাকী তার দৈন্য
নম্র হাতে ঢেলেছে জল, ভাবেনি একবারও
দেয়াল জুড়ে মর্মগ্লানি হয়নি উত্তীর্ণ
পটভূমিকা রেখেছে শুধু তারই কিছু টুকরো

আর কিছু না, যেদিন তুমি জাগাবে সম্পূর্ণ
নতুন পদপীড়ায় জেগে হিরণ্ময় সে বোকা
সেদিন যেন বোঝাতে পারে শিকড় মরা তারও
আর কিছু না ঝাউশাখার মর্মরের চূর্ণ
অধীনের বিনীত আকাশ-জীবনে দুরারোগ্য
তুমি ছাড়া আমি অন্য সবার কাছে যোগ্য ।

ভবিষ্যৎ বাড়ি

শহীদ কাদরী-কে

বাড়িটা সম্পূর্ণ তৈরি হতে আরো কিছু দিন যাবে :
জানালা পর্যন্ত উঠেছে গাঁথুনি, কাজ হচ্ছে সারা দিনমান
রাজমিস্ত্রিদের ঝাঁক রোদের ভিতর পিঠ দিয়ে
গেঁথে দিচ্ছে থরে-থরে ইটের শরীরে ইট, পাথরের ভিতরে পাথর
প্রতিষ্ঠার শব্দ হচ্ছে, স্থাপনের ধুম—
নিজের ভিতের ওপর আমার বাড়ি তৈরি হতে থাকে ।

প্রতিদিন আমি এসে ঘুরে-ঘুরে দেখি
শহরতলির পোড়ো নির্জনতার ভিতর, আবাসিক মাঠে—
বালির স্তূপের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই,
আমার নিজের সব ভাঙাচোরাগুলি আমি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে এনে রাখি
ছায়ার ছাউনির তলে—একসারি বালক শ্রমিক,
তাদের হাতের কর্মমুখর আঙুলে উলকির ফুলকি তুলে হলকা রোদ
দোয়েলের মতো নাচে—ধিকিধিকি নাচে
তাদের হাতুড়ি ও হাতের মূর্ছনায় যেন
পাথরের পরদার আড়াল হতে নেচে ওঠে নর্তকী দুপুর
সেই দুপুরের পায়ের রুপালি গোড়ালিতে আমি দেখি নীলের বিজুলি—

দিনের ভিতরে স্তব্ধতার মতো কাজ করে চলে
শ্রমিকেরা পাথরের মানুষের মতো,
বলিষ্ঠ মজ্জায় ভরা এই মৃত্তিকার পাশে বসে-বসে ওরা কাজ করে,
কখনো ওদের শরীরের পোড়া ঝামা-তামা ছিঁড়ে
রোদ্দুরে ঝলসে ওঠে, কাঁপে পেশি, ওদের ঘর্মাক্ত কাঁধে,
নির্জন পিঠের আয়নায় কখনো হঠাৎ ছায়া পড়ে দূর-পল্লবের :

বাড়িটা সম্পূর্ণ তৈরি হতে আরো কিছু দিন যাবে:
বারান্দার থামগুলি সিমেন্টের সবল কোমর
ধরে দাঁড়িয়েছে সবে, লোহার পাঁজর ধরে প্রাণ,
আমি ভাবি কবে এই থামগুলি ডানা মেলে উড়ে যাবে দূরে